কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম

ডুয়েটে লঙ্কাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডুয়েট) পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে মঙ্গলবার রাতে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে শিক্ষার্থীরা। তারা একটি প্রাডোসহ সাতটি প্রাইভেট কার, সাতটি মোটরসাইকেল, ভিসির কার্যালয় ও শিক্ষকদের বাসভবনে ভাঙচুর করে। এ সময় শিক্ষার্থীদের ছোড়া ইটের আঘাতে দুজন শিক্ষক আহত হয়েছেন। এ সময় ক্যাম্পাস ও শিক্ষকদের আবাসিক ভবনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ক্যাম্পাসে যায়।

ঘটনার পর ডুয়েট শিক্ষক সমিতি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত একাডেমিক সব কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার ঘোষণা দেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গতকাল বুধবার দুপুরে একাডেমিক কমিটির জরুরি সভায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদের বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টায় এবং ছাত্রীদের বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আজ ২ নভেম্বর থেকে ডুয়েটের সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার বিকেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ভিসির কাছে গিয়ে পরীক্ষা পেছানোর দাবি জানায়। ভিসি দাবি না মানলে তারা ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামানের কক্ষে যায়। তিনিও পরীক্ষা পেছানো সম্ভব নয় জানিয়ে তাদের বাসায় গিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বলেন। এ সময় ৩০-৩৫ জন শিক্ষার্থী চেয়ার ভাঙচুর, ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পুরনো টায়ারে আগুন ধরিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। শিক্ষকরা তাদের বুঝিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিয়ে প্রধান ফটকে তালা দিয়ে দেন।

রাত সাড়ে ৮টার দিকে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের কাছে জড়ো হয়ে পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে আবারও বিক্ষোভ শুরু করে। তারা ফটকের সামনের ঢাকা-শিমুলতলী সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ তৈরি করে। দুই ঘণ্টা অবরোধ চলাকালে সড়কের উভয় দিকে দীর্ঘ যানজট লেগে যায়। দুর্ভোগে পড়ে শত শত যাত্রী।

রাত সাড়ে ১০টার দিকে কয়েকজন শিক্ষক ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অবরোধ তুলে নিতে বলেন। সেখানে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে শিক্ষকরা তিনজনকে ধরে ছাত্রকল্যাণ কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কয়েক শ শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে ভাঙচুর চালায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষকরা দুজন ছাত্র ও একজন পথচারীকে শার্টের কলার চেপে ধরে টেনেহিঁচড়ে ছাত্রকল্যাণ কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে বেদম পিটুনি দেন। পিটুনিতে তিনজনই গুরুতর আহত হয় এবং এক ছাত্র পেশাব করে দেয়। পরে পরিচয় নিশ্চিত হয়ে পথচারীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের ধরে নিয়ে মারধর করার খবরে অন্য ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয়ে ভাঙচুর করে। তাদের অভিযোগ, ডুয়েটের এক সাবেক ছাত্রলীগ নেতা যিনি বর্তমানে শিক্ষক তিনি ছাত্রদের ধরে নিয়ে মারধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তবে ছাত্রকল্যাণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক মো. কামরুজ্জামান শিক্ষার্থীদের মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার আলোচনার জন্য তাদের ডেকে আনা হয়েছিল। আলোচনা শুরুর আগেই গুজব ছড়িয়ে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা বহিরাগতদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর করেছে। তারা একাডেমিক ভবনের সিসি ক্যামেরা, লাইট, ভিসির অফিসের জানালা, ভিসির একটি প্রাডো ও একটি প্রাইভেটকার, ছয়টি মোটরসাইকেল, শিক্ষকদের পাঁচটি প্রাইভেট কার ও একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। তাদের ছোড়া ইটের আঘাতে মেকানিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নিয়াজ মোর্শেদ আহত হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, একাডেমিক রুটিন অনুযায়ী ২ নভেম্বর থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে ৩০ নভেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। ৭ ডিসেম্বর থেকে অকৃতকার্যদের পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। ৩১ ডিসেম্বর রেজাল্টের পর ১ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী সেশনের ক্লাস শুরুর কথা ছিল। পরীক্ষা পেছানো হলে সেশনজট হবে এ কারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষ ছাড়া অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশ নেয়নি। ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সহায়তা না নিয়ে শিক্ষকরাই সেখানে যান। তাঁরা ছাত্রদের ধরে এনে মারধর করেন। শিক্ষকদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই শিক্ষার্থীরা ভাঙচুর করে।

ডুয়েট ছাত্রলীগের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন জানান, ডুয়েটে প্রায় দুই হাজার ৬০০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি আবাসিক হোটেলে অবস্থান করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বাইরে বিভিন্ন মেস ও হোস্টেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করে। মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষা পেছানোর দাবি করে আসছিল।

ডুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুর রহমান জানান, ছাত্ররা শিক্ষকদের আঘাত করেছে। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। বুধবার সকালে শিক্ষক সমিতির জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দোষী শিক্ষার্থীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত সব একাডেমিক কার্যক্রম থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন।

ডুয়েটের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আলাউদ্দিন জানান, মাত্র ৩০-৪০ জন শিক্ষার্থী ২ নভেম্বরের পরীক্ষা পেছানোর দাবি করেছিল। তিনি তাদের দাবি না মেনে চলে যেতে বললে তারা সন্ধ্যায় পাশের রাস্তা অবরোধ করলে কয়েকজন শিক্ষক তাদের নিবৃত্ত করতে যান। তারা তা না শুনে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে থাকে এবং শিক্ষকদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এতে দুই শিক্ষক, কর্মকর্তাসহ পাঁচ-ছয়জন আহত হন। রাত ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা মুখোশ পরে প্রধান ফটক ভেঙে ক্যাম্পাসে ঢুকে লাইট নিভিয়ে তাণ্ডব চালায়। পরে পুলিশ গিয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বুধবার দুপুরে একাডেমিক কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টায় ছাত্র ও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে শিক্ষার্থীদের তাণ্ডব

■

অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা